পাঁচমুড়ার শিল্প ও শিল্পী। ছবি ঃ লেখক

টেরাকোটার গ্রাম হিসেবে তালডাংরার পাঁচমুড়া গ্রামের পরিচিতি

শুভেন্দু তন্তুবায়

নামকরণঃ

প্রাচীন বর্ধিষ্ণু ও শিল্পীদের গ্রাম হল পাঁচমুড়া। তালডাংরা ব্লকের পাঁচমুড়া 'টেরাকোটার' গ্রাম। এই গ্রামের নামকরণের ইতিহাস প্রসঙ্গে অনেকেই মনে করেন, পাঁচমুড়া বা পাঁচ মাথার সমাহারে পাঁচমুড়া হয়েছে। পাশাপাশি, পাঁচটি মৌজা বা গ্রাম, যথা, দেউলভিড়া, আধকড়া, রাধানগর, কানাইপুর, জয়পুর। এই পাঁচটি মৌজার সংযোগস্থলে এই গ্রাম। মাথাকে স্থানীয় ভাষায় মুড়া বলে। পাঁচ মাথার বা মুড়ার সমাহারে পাঁচমুড়া হয়েছে বলে মনে করেন কেউ কেউ।

টেরাকোটা শিল্প ঃ

মৃৎশিল্পীদের গ্রাম হিসেবে তালডাংরার পাঁচমুড়া গ্রামের নাম-ডাক সর্বত্র ছড়িয়েছে। এখানকার কুমোরেরা বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি করেন। মাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার চালি থেকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা ও গৃহসজ্জার নানা সামগ্রী তৈরিতে সিদ্ধহস্ত শিল্পীরা। এখানকার টেরাকোটা শিল্প জিআই স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এখানকার পোড়ামাটির ঘোড়া ভারত

ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গিয়েছে। ১৯৬৯ সালে স্থানীয় শিল্পী রাসবিহারী কুম্ভকার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। এর পরে এই শিল্পে উৎকর্ষতার জন্য স্থানীয় অনেক শিল্পী ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের আরও বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন। গ্রামে প্রায় শতাধিক কুম্ভকার পরিবার রয়েছে। টেরাকোটা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ২৫০ জন। গ্রামে রয়েছে মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতি। পাঁচমুড়া মৃৎশিল্পী সমবায় সমিতির সম্পাদক ভূতনাথ কুম্ভকার জানান, তাঁদের তৈরি শিল্পকর্ম সরকারি উদ্যোগে অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হলে ভাল হয়। সরকারি উদ্যোগে মাটির শিল্পকর্মগুলির ভঙ্গুরতা কমাতে টেরাকোটার উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলে ভাল হয়। পাশাপাশি, গ্রামে কুমোরপাড়ায় পথবাতি বসানোর দাবিও রয়েছে। গ্রামবাসীদের আক্ষেপ, গত কয়েক বছরে সরকারি উদ্যোগে শিল্পীদের কাছ থেকে কোনও শিল্পকর্ম কেনা হয়নি, বাইরে বিক্রির ব্যবস্থাও হয়নি। মাটি তৈরি করার যন্ত্রসহ উন্নত মানের চুল্লি থেকেও বঞ্চিত শিল্পীরা। 'পশ্চিমবঙ্গ খাদি উন্নয়ন বিভাগ' থেকে বিদ্যুৎ চালিত চাকা দেওয়ার কথা বলা হলেও, তাও দেওয়া হয়নি বলে আক্ষেপ শিল্পীদের।

তাঁতশিল্প ঃ

পাঁচমুড়া গ্রামে তাঁত শিল্পীদের বসবাস রয়েছে। প্রায় ৭০টি তাঁত শিল্পী পরিবার রয়েছে। এখানে। গড়ে উঠেছে 'পাঁচমুড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি'। তাঁতশিল্পীদের অভিযোগ সরকারি সাহায্য না থাকায় সমিতি প্রায় বন্ধের মুখে। যন্ত্রচালিত তাঁতের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে, পারিশ্রমিক না পাওয়ায় জাত পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন অনেক শিল্পী। এক সময়ে এখানে হস্তচালিত তাঁতে শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর, রুমাল-সহ বালুচরী শাড়ি তৈরি হলেও বর্তমানে মাত্র ছ'টি বালুচরী তাঁত চলছে। সেগুলির অবস্থা ভাল নয় বলে জানিয়েছেন শিল্পীরা। প্রশাসনের কাছে তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবনে সাহায্যের দাবি করেছেন শিল্পীরা।

বিভিন্ন সম্প্রদায় ঃ

গ্রামে বেশ কয়েক ঘর ডোম পরিবারের বাস রয়েছে। এঁরা বাঁশের নানা জিনিস তৈরি করেন। বাঁশের ঝাঁটা, ঝুড়ি, কুলো-সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি হয়। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, নাপিত, ময়রা, বেনিয়া, বাগদি, খয়রা, কুমোর, তাঁতি, তাম্বুলী, ডোম সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস পাঁচমুড়া গ্রামে। ব্লকের অন্যতম বড় এই গ্রাম। রয়েছে বেশ কয়েকটি পাড়া। গ্রামে রয়েছে পঞ্চায়েত কার্যালয় পাঁচমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। বহু বছর আগেই এলাকার মধ্যে ব্যবসা, বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে এই গ্রাম। আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া লেগে গ্রামে গড়ে উঠেছে বাজার। এখানকার বাজারে সবই মেলে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।

যোগাযোগ ঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেশ উন্নত। তালডাংরা-সাবড়াকোন-বিষ্ণুপুর পিচ রাস্তা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তালডাংরা ব্লক সদর থেকে গ্রামের দূরত্ব প্রায় ১১ কিলোমিটার। গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুর শহর প্রায় ৩৬ কিলোমিটার, বাঁকুড়া শহরও প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দূরে। বাইরে থেকে পর্যটক সহ বহু ছাত্র-ছাত্রী আসেন এই গ্রামে। ২০১১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী পাঁচমুড়া গ্রামে পরিবারের সংখ্যা ৭৯৭টি। জনসংখ্যা - ৩৭১৯, তন্মধ্যে পুরুষ - ১৮৫৪, মহিলা - ১৮৬৫ জন।

স্কুল কলেজ ঃ

শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় উন্নত ও সমৃদ্ধ পাঁচমুড়া গ্রাম। গ্রামে শিক্ষার হার খুব ভালো। শিক্ষাপ্রসারের জন্য এ বর্ষিষ্ণু গ্রামে রয়েছে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দু'টি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি মহাবিদ্যালয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে পথচলা শুরু করে পাঁচমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পথচলা শুরু করে পাঁচমুড়া মৃণালকান্তি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পথচলা শুরু করে পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়।

ব্যাংক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ

গ্রামে রয়েছে ডাকঘর। আছে একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা। রয়েছে তিনটি এটিএম। তবে গ্রামে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক নেই বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাই গ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা খোলার দাবি তুলেছেন তাঁরা। গ্রামের পাশেই জয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসা পরিষেবা মেলে। গ্রামে রয়েছে সরকার অনুমোদিত একটি ক্লাব, পাঁচমুড়া নবজাগ্রত যুব সঙ্ঘ। ক্লাবটি বছরভর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলোসহ নানা সেবামূলক কাজ করে থাকে বলে জানান, গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামে তৈরি হয়েছে কর্মতীর্থ। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এখানে স্টল পেয়েছেন।

গ্রামীণ পার্বণ ঃ

গ্রামে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' লেগেই রয়েছে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মনসা পূজা-সহ বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো ও উৎসব হয়। গ্রামের প্রাচীন মন্দিরে পুজো উপলক্ষে বৈশাখ মাসের নির্দিষ্ট দিনে গাজন হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই গ্রামে কুম্ভকারদের নিজস্ব পার্বণ, 'চাকা' পুজো হয় ঘটা করে। তা ছাড়া, বিভিন্ন লোকউৎসবগুলিও পালিত হয়। গ্রামের শিব মন্দিরে পুজো উপলক্ষে বৈশাখে গাজন হয়।

পার্শ্বস্থ পুরাকীর্তি ঃ পাঁচমুড়া গ্রাম থেকে পূর্বমুখী রাস্তায় ২কিমি গেলেই ইতিহাস সামনে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগ। খ্রিষ্টিয় বারো শতক (আনুমানিক বয়স) এর তৈরি কালো ল্যাটেরাইট পাথরের পূর্বমুখী রেখ দেউলটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে। প্রায় ৪০ ফুট উঁচু। মন্দিরের শিখরে ত্রিরথ বিন্যাস শৈলির উপস্থিতি ইতিহাসবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মন্দিরের পার্শ্বনাথের মূর্তিটি কলকাতা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হলেও মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। এলাকাবাসীর দাবি, মন্দির দেখতে বাইরের প্রচুর পর্যটক আসেন। বজ্রপাতে মন্দিরটির অনেকাংশ নষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ফাটল ধরেছে। এটির সংস্কার করে সংরক্ষণ করা খুব জরুরী।

লেখক পরিচিতি ঃ সাংবাদিক ও গবেষক।